

আপনাদের এলাকায় সর্বাধুনিক
গুণমান সমৃদ্ধ বস্ত্রের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

জয়েদা
গারমেন্টস

১০ হাজার
টাকার উপর
কেনাকাটার
বিশেষ উপহার

হেলান • হুগলি
মোবাইলঃ ৭৩৮৪৮৬৮৭৪৮

হেলান লায়ন্স
যোগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

যোগে সময় দেবেন
নাকি রোগে
চয়েস আপনার

যোগাযোগ
সুমন মন্ডল
৯৮৮৩৩৬৯৩৫৩
মাজপুর • জোড়াপোল • হুগলি

বিজ্ঞপ্তি

দুর্গাপুজো উপলক্ষে ছুটি থাকার কারণে ২ অক্টোবর পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। পুনরায় ৯ অক্টোবর থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে। সকল লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পত্রিকা বিক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীদের শারদীয়ার শুভেচ্ছা।

ভাবাদিঘির রেলের কাজ দ্রুত গতিতে, অন্দোলনকারীদের আবেদন খারিজ

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: হাইকোর্টের নির্দেশের পরই ভাবাদিঘিতে রেলের কাজ দ্রুত শুরু। কঠোর পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে কাজ চলছে। এদিকে, ভাবাদিঘি আন্দোলনকারীদের গত ১৯ সেপ্টেম্বর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ। ফলে শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীরা পিছু হটতে বাধ্য হল।

এদিকে গোঘাট থেকে ভাবাদিঘি পর্যন্ত রেললাইন তৈরির জন্য মাটি ফেলার কাজ শেষ পর্যায়ে। এবার খুব শীঘ্রই রেললাইন পাতার কাজও শুরু হবে। কেবল ভাবাদিঘির উপর অংশটুক কাজ একেবারে শেষ পর্যায়ে হবে বলে সূত্রের খবর। অপরদিকে বিশ্বপুর থেকে কামারপুকুর রেললাইনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কামারপুকুর থেকে ভাবাদিঘি পর্যন্ত যে সামান্য কাজ বাকি আছে, তা শীঘ্রই শেষ হবে বলে রেল সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, গত ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চে ভাবাদিঘির মুষ্টিমেয় অনিচ্ছুকের পক্ষে মানিক রায়, সুকুমার রায়রা কেস করেছিলেন। যে মামলার শুনানি হয় গত ১৯ সেপ্টেম্বর। এদিন হাইকোর্টের বিচারপতি পার্থসারথি সেনের এজলাসে। যেখানে ভাবাদিঘির মুষ্টিমেয় অনিচ্ছুকদেরদের পক্ষে মানিক রায়, সুকুমার রায়দের করা মামলাতে আইনজীবী বিচারপতির কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেন। যার মধ্যে ছিল কটা পিলার হচ্ছে, তাদেরকে জানানো হচ্ছে না, ১১ টি পিলার কেন দেওয়া হচ্ছে এমন প্রশ্ন তোলেন। ৫-৬টা পিলার নয় কেন? তখন বিচারপতি আইনজীবীকে বলেন বিষয়টা ঠিক করবেন ইঞ্জিনিয়াররা। আইনজীবী ভাবাদিঘির মানুষজনদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা হয়েছিল সেই কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এই সময় কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডভোকেট জেনারেল কলকাতা

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

ব্লক কমিটি গঠনের সাহসী সিদ্ধান্ত তৃণমূলের, হয় ছক্কা নয় ফক্কা

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: গত শনিবার অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে বেশ কয়েকটি জেলার ব্লক স্তরের কমিটি ঘোষণা করেছে। তারপর থেকেই বিতর্কের বাড় উঠেছে তৃণমূলের অন্দরে। উঠছে পদত্যাগ কিংবা দল পরিবর্তনের হুমকিও। তৃণমূলের ঘোষিত এই পেজে আরামবাগ সংগঠনিক জেলার তালিকাটি বেশ চমকপ্রদ। যদিও এর আভাস অনেক আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল তবু কন্ফার্টজন থেকে এতটা বেরিয়ে এসে অল্প সময় পরেই এত গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তের মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আসলে এলাকার নড়বড়ে সংগঠনকে একটা জোর ধাক্কা দিয়ে অনেকটা সচল করার প্রচেষ্টার মধ্যেও যথেষ্ট বুদ্ধিদীপ্তি আছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সবচেয়ে স্পর্শকাতর এলাকা খানাকুল। চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব জেরবার খানাকুল নিয়ে তৃণমূলের ভোগান্তির শেষ নেই। একেবারে প্রথমের দিকে ইকবাল আহমেদের নেতৃত্বে খানাকুলের ত্রি-শক্তি, নইমুল হক (রাঙা), রমেন প্রামানিক (রাজা) ও নজিবুল করিম খানাকুলের তৃণমূলকে শক্ত ভীতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এদের বাদ দিয়ে খানাকুলের কিছু হবে না, তখন একথা সবাই বিশ্বাস



করতো। পরবর্তী সময়ে এই তিনজনেই পরস্পরের চরম শত্রুতে পরিণত হয়েছে। তাদের গোষ্ঠী সংঘর্ষেই খানাকুলে তৃণমূলের বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেতৃত্ব অনেক আগেই রাঙা ও নজিবুলকে বিসর্জন দিয়েছে, এবার ব্লক কমিটি গঠনে রাজাকেও বোড়ে ফেলে দিল। অর্থাৎ সেই পুরানো সংস্কৃতির ইতি টানলো এক কথায়। খানাকুল ১ ব্লকে কোনো একজনের উপর ভরসা না করে বীরভূম মডেলে কোর কমিটি তৈরি করেছে তৃণমূল। জেলা সভাপতি রমেন্দু সিংহ রায়

কে আহ্বায়ক করে ইলিয়াস চৌধুরী, অভিজিৎ বাগ, দীপেন মাইতি, হায়দার আলী, দীপঙ্কর বর এবং গোপীনাথ হান্নীরকে নিয়ে গঠিত হয়েছে এই কোর কমিটি। প্রথম তিনজন একাধিকবার ব্লক সভাপতি ছিলেন এবং দ্বিতীয় তিনজন তৃণমূলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি আছে, তাদের নিয়ে খুব একটা বিতর্ক কখনো ওঠেনি। যদিও এই টিমের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর আভাস এখনো স্পষ্ট।

খানাকুল ২ ব্লকে একেবারে পুরানো

দিনের নেতা অসিত বরন সিংহ রায় কে ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অসিত সিংহরায় এক সময়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি খানাকুলের কোনো গোষ্ঠীর মধ্যেই কোনো সময় ছিলেন না। তাই দল মনে করেছে, সবাইকে নিয়ে চলার ক্ষমতা তার আছে। আইপ্যাক, অভিষেকের নিজস্ব টিম, এবং কালীঘাট টিম বহু পরীক্ষা

➤ এরপর ৩ এর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন খানাকুলের পুজো

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: মহালয়ার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্যুয়ালি খানাকুলের ঘোষপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত আরামবাগ মহকুমার একমাত্র এই পুজোটিই তিনি উদ্বোধন করেছেন বলে জানা গেছে। পুজো কমিটির সম্পাদক, তথা হুগলি জেলা পরিষদের কো মেন্টর হায়দার আলী জানিয়েছেন, 'বর্তমান বছরে আমাদের থিম 'ডিভিসির জলে খানাকুলের আর্তনাদ।' এদিন দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি পালন করা হয়। মন্ডপে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ,



এডিএম জেলা পরিষদ, আরামবাগের মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ

আধিকারিক, খানাকুল ১ এর বিডিও, থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সহ বহুবিশিষ্ট

ব্যক্তিবর্গ।

প্রসঙ্গত নানা থিমে এবারে জমজমাট আরামবাগ মহাকুমার শারদ উৎসব খানাকুলের ফুটবল মাঠে যুব গোষ্ঠীর থিম 'রাজভবন', হেলান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি এবারে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে। সভাপতি শ্রীকান্ত কর্মকার জানিয়েছেন তাদের এবারের থিম 'কন্যাক্ষণ হত্যার বিরুদ্ধে সচেতনতা', আরামবাগ মানিক সংঘের থিম 'মাটির টানে মাতৃরূপ', দৌলতপুর যুব শক্তি নাট্য মন্দিরের থিম 'ইচ্ছে ডানা', আরামবাগ দুইয়ের পল্লীতে 'মায়ের মন্দির', আরামবাগের তিনের পল্লীতে 'কাবুলিওয়াল' ইত্যাদি পুজোগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিশু কন্যাকে খুনের অপরাধে বাবার যাবজ্জীবন

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: চার মাসের শিশু কন্যাকে নৃশংসভাবে খুন। এই নৃশংস খুনের অপরাধী হলেন কন্যার নিজের বাবা। গত সোমবার আরামবাগ মহকুমা আদালতের বিচারক অসীমা পাল এই রায় ঘোষণা করেন। অভিযোগ, পুরশুড়া থানার ফুলপুকুর গ্রামের দিনমজুর সমীর মালিক পরপর দুই কন্যাসন্তান হওয়ায়, ছোট মেয়েকে সহ্য করতে পারতেন না। কান্নাকাটি করলেই শিশুটিকে খুনের হুমকি দিতেন। ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে স্ত্রী পিয়া মালিক বাইরে গেলে, সমীর চার মাসের কন্যাকে পা ধরে আছড়ে খুন করে। কান্না শুনে ছুটে আসতেই স্ত্রীকেও খুনের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পরের দিন পিয়া পুরশুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানালে পুলিশ সমীরকে গ্রেপ্তার করে এবং মামলা শুরু করে।

ঘরে বসেই আধার কার্ডের সংশোধনের কাজ করা যাবে

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : আর পোস্ট অফিস কিংবা কোনও অনলাইন সেন্টারে গিয়ে আধার কার্ড সংশোধনেরকে জন্য দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। ঘটনা হল, মুশকিল আসানে এবার নয়া ভাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের। ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে নতুন একটি 'কিউআর কোড বেসড' সুবিধার মোবাইল অ্যাপ বানাচ্ছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)। এই নয়া অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে বসেই অনলাইনে করা যাবে আধার কার্ডের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও জন্ম তারিখের মতো একবাঁক ব্যক্তিগত তথ্যের আপডেট বা সংশোধনের কাজ। আধার সেবা কেন্দ্র বা পোস্ট অফিসের চক্রর কাটার প্রয়োজনই পড়বে না। খুব সম্ভবত

আগামী নভেম্বর মাসেই প্লে স্টোর ও অ্যাপ স্টোরে 'এম-আধার' অ্যাপে নতুন এই আপডেট চলে আসবে। তারপর কোনও ব্যক্তি বা হয়রানি ছাড়া ঘরে বসেই স্মার্টফোন থেকেই আধার কার্ডে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবে আম জনতা।

সরকারি সূত্রে খবর, নয়া এই অ্যাপ তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। তবে পরিকল্পনা ও নির্ধারিত মোতাবেকই তা এগচ্ছে। সব কিছু ঠিকঠাক চললে বছর শেষের আগেই, আগামী নভেম্বর মাসে 'এম-আধার' অ্যাপের নতুন আপডেট হিসেবে সেটি চালু করা সম্ভব হবে। তখন 'সিঙ্গেল ডিজিটাল ইন্টারফেস'র মাধ্যমে কোনও রকম বাধা ছাড়াই আধার তথ্য আপডেট করার 'ইউজার-ফ্রেন্ডলি' বা সমাধান ভারতবাসীর হাতে চলে আসবে।

M:-7384233625

অস্মিতা কালেকশন

প্রিয়ানো সান্ডী, ব্র্যান্ডজ, কুণ্ডল, লেজিন্ড, রাজ্য ও লেজিস ব্যাগ ইত্যাদি নিত্য নতুন পোশাকের বিপুল সম্ভার এবং জৈবিত্তীয় প্রতিষ্ঠান।

বিঃদ্রঃ গ্রীHarin প্রোঃ- যোনালিসা ববু

ময়াল(বাসস্ট্যান্ড) অস্মিতা হোটেলের দিডলে

ইন্সটিটেশন গহনা পাওয়া যায় হুগলী

আইনত রাজ্যের প্রাপ্য টাকা কি আটকাতে পারে কেন্দ্র

মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্পের পর এবার কেন্দ্র সরকার আটকে দিল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামোন্নয়নের টাকাও। সূত্রের খবর বর্তমান অর্থবর্ষে (২০২৫ - ২৬) পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত উন্নয়নের জন্য প্রাপ্য ছিল সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। সেই টাকা আপাতত আটকে দিয়েছে কেন্দ্রের পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক। রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট নিয়ম বিধি মানেনি, রিপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রেও শর্ত মানেনি, তাদের দেওয়া হিসেবে গড়মিল আছে এইসব অভিযোগ দেখিয়েই তাদের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে। এর আগে একইভাবে মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার নিশ্চয়তা প্রকল্পের টাকা, আবাস যোজনার টাকা, জল জীবন মিশন ইত্যাদি প্রকল্পের টাকাও আটকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কোথাও কোনো দুর্নীতি বা অনিয়ম হলে তার তদন্ত, বিচার এবং শাস্তি নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। কিন্তু তার জন্য রাজ্যের সাধারণ মানুষের অধিকার লঙ্ঘন বা উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা কি সম্ভবত? প্রশ্ন উঠছে, এভাবে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে দেওয়ার অধিকার কি কেন্দ্রের আছে? এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে না তো?

সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪ নং সংশোধনীতে সাংবিধানের ২৮০ (৩) ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের কাজ প্রতিটি রাজ্যকে পঞ্চায়েত ও পুরসভার উন্নয়নের জন্য বাড়তি অনুদান দেওয়া। গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থির হয়েছে, রাজ্য সরকার গুলিকে কেন্দ্র সরকার ২ লক্ষ ৩৬ হাজার কোটি টাকা করে অনুদান দেবে। সেই অনুযায়ী টাকা দেওয়া চলছিল। এখানেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকা আটকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আইন কেন্দ্রের এই টাকা আটকে দেওয়ার বিষয়টিকে সমর্থন করছে না, ১০০ দিনের কাজ প্রসঙ্গে এমন কথা স্পষ্ট বলে দিয়েছিল হাইকোর্ট। এই রায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানেও হাইকোর্টের মূল যুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার ভারসাম্য এবং নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা, দুটিকেই সমর্থন করে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য অর্থ কমিশনের রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করা, তার সুপারিশ অনুসারে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করেছে তার বিবরণ প্রকাশ করা, পঞ্চায়েতকে যথাসময়ে টাকা পাঠানো, এইসব বিধি পালনে রাজ্যের ত্রুটি ঘটে থাকলে তা নিন্দনীয়। অর্থ কমিশন নির্মাণে অনিয়ম হয়ে থাকলে তাও দুর্ভাগ্যজনক। এইসব বিষয়ে তদন্ত করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু উন্নয়নের অর্থ বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার কেন্দ্রের নেই।

এদিকে কেন্দ্র সরকারের মনোভাবে বিভ্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার। হুগলির অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) অনুজ প্রতাপ সিংহ জানিয়েছেন, কেন্দ্র থেকে টাকা আসবে না, এরকম কোনো খবর এখনো তাদের কাছে আসেনি। তাদের আশা, পঞ্চদশ কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের টাকা এলেই জেলায় দ্রুত উন্নয়নের কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে তার প্রস্তুতি ও নিয়ে ফেলেছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতগুলি। হুগলি জেলাতেও যাবতীয় কাজের ৮০% এর দরপত্র প্রক্রিয়া সেরে আগামী ১৫ অক্টোবর এর মধ্যে যাতে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া যায় সেই নির্দেশ দিয়েছে জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর। কিন্তু আদৌ কি এই টাকা আসবে? এই বছরে জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জন্য অগ্রিম যে বরাদ্দ হয়েছে তা দুই কিস্তির শর্তাধীন (টায়োড) এবং নিঃশর্ত (আনটায়োড) তহবিল মিলিয়ে প্রায় ২১৫ কোটি টাকা। তারই প্রথম কিস্তির টাকা আসতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংহ সম্প্রতি লোকসভায় জানিয়েছেন, ওই টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠিতে ফেল করেছে পশ্চিমবঙ্গ। অর্থাৎ তারা টাকা পাঠাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে।

এই টাকা না আসায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে বলা যায়। অধিকাংশ পঞ্চায়েত প্রধানই অভিযোগ করছেন তাদের প্রাপ্য টাকা কেন্দ্র সরকার আটকে দেওয়ায় তাদের পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়নের কাজ ভীষণভাবে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে একরকম অমান্য করে এভাবে রাজ্যের উন্নয়নের টাকা আটকে রাখার কোনো অধিকার কেন্দ্র সরকারের নেই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

কর্ম সংস্থান ও বাংলার যুবসমাজ

বাংলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুব সমাজের কর্মসংস্থানের অভাব আছে একথা নিশ্চিত। এই রাজ্যে যদি উপযুক্ত কাজের অভাব না থাকতো তাহলে কেউই নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে ভিন রাজ্যে স্বেচ্ছায় কাজের সন্ধানে যেতেন না। কোনো রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠির প্রধানতম শর্ত হলো সেখানে যুব সমাজের জন্য যথাযথ কর্মসংস্থান। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা পিছিয়ে এ কথা বলাই যায়। এই পরিস্থিতিতে ঘরবাড়ি ছেড়ে আমাদের যুব সমাজ বহিঃরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। এরই মাঝে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিন রাজ্য থেকে বিতারণ শুরু হয়েছে, এই খবরে আমরা আতঙ্কিত। রাজ্য সরকারের তরফে বলা হয়েছে, তাদের রেশন কার্ড স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ইত্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে, প্রতিমাসে ভাতা পাবেন তারা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চায় এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজের ঘরে ফিরুন। এই ঘরে ফেরানো এবং সরকারি অনুদান দেওয়ার মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। সরকার তার ভোটব্যাঙ্ক স্থিতি করার উদ্দেশ্যেই জনমোহিনী অনুদানের রাজনীতির শরণাপন্ন হয়েছেন, আপাত দৃষ্টিতে তা মানবিক মনে হলেও ভবিষ্যতের জন্য তা কতটা যুক্তিযুক্ত সেই প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এখানকার পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী এবং সেটাই বাস্তবোচিত।



বাণীকথা

“ভাবো সেই একে জলে-স্থলে যে সমান ভাবে থাকে, যে রচিল এই সংসার আদি অন্ত নাহি যার, যে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।”

—রাজা রামমোহন রায়

বাংলা এখন

* লেখা পাঠাবার ঠিকানাঃ banglaekhon25@gmail.com

** শ্রেণিবদ্ধ এবং ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন | Mobile : 9609625987

চিফ রিপোর্টারঃ মোহন গঙ্গোপাধ্যায় | Mobile : 9123093476

সম্পাদকঃ দেবাশিস শেঠ | Mobile : 9474360036

পত্রিকা অফিসঃ হেলান, হুগলি

মস্তিষ্ক-খেকো অ্যামিবা থেকে সাবধান!



করোনা রোগের ভয়াবহ রূপ মানুষ ভুলে যায়নি। অসংখ্য মানুষ তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। এর রেশ

কাটতে না কাটতেই আর এক রোগের প্রাদুর্ভাব মানুষকে চিন্তায় ফেলেছে। বিশেষ করে শিশু ও আজকের তরুণ প্রজন্মকে। কী সেই রোগ! তাহল ‘মস্তিষ্ক-খেকো’ অ্যামিবা প্রসূত নেগেলেরিয়া ফাউলেরি। সমীক্ষায় দেখা গেছে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভারতের কেরলে মারা গেছে ১৯ জন। আক্রান্ত শতাধিক। এই রোগের থাবা থেকে রেহাই পায়নি পশ্চিমবঙ্গ। ইতিমধ্যে এই রোগে আক্রান্ত কয়েকজন। চিকিৎসা চলছে। স্বাস্থ্য দপ্তরও নড়েচড়ে বসেছে। রোগটি সম্পর্কে জানতে মানুষের আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আসলে ‘মস্তিষ্ক-খেকো অ্যামিবা’ নামে পরিচিত নেগেলেরিয়া ফাউলেরি, যা সাধারণত একটি তাপ-প্রেমী প্রোটোজোয়ান। যা পারকোলোজোয়া পর্বের অন্তর্গত। এই মারাত্মক জীবাণুটি প্রাথমিক অ্যামিবিব মেনিন গোয়েনসেফালাইটিস সৃষ্টি করে, যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি বিরল এবং দ্রুত সংক্রামক। নেগেলেরিয়া ফাউলেরি সুবিধাবাদী দূষিত জল ঘটিত জীবাণু (অ্যামিবা), যা বিশেষত রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে থ্রান্সমিটাস অ্যামিবিব এনসেফালাইটিস সৃষ্টি করে। সেখানে নেগেলেরিয়া ফাউলেরি মূলত সুস্থ, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশু ও তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের আক্রান্ত করে, যখন তারা দূষিত জলের সংস্পর্শে আসে। বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে বিতরণ করা, এই এন ফাউলেরি উষ্ণ স্বাদু জলে থার্মোফিলিক অ্যামিবোফ্ল্যাজেলেট হিসাবে বৃদ্ধি পায়, ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রায় এরা বৃদ্ধি পায়। এন ফাউলেরি উষ্ণ মিঠা জলের পরিবেশ যেমন হ্রদ, নদী এবং দুর্বল ক্লোরিনযুক্ত পুলগুলিতে বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণত জল-সম্পর্কিত কার্যকলাপের সময় যেমন সাঁতার ও স্নান করার সময় নাসারঞ্জের মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। নাকের পথ দিয়ে অ্যামিবা মস্তিষ্কে স্থানান্তরিত হতে পারে। এটি তীব্র প্রদাহ এবং নেক্রোসিস সৃষ্টি করে, যা নির্ণয় এবং দ্রুত চিকিৎসা না করা হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের মতো অ-নির্দিষ্ট লক্ষণগুলির কারণে এই রোগ নির্ণয় করা খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে। এই রোগ থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়ার উপায় হলো, সঠিক রোগ নির্ণয় এবং অ্যাথ্রেসিড কন্সনেশন থেরাপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৪৭টি প্রজাতির নেগেলেরিয়ার মধ্যে, শুধুমাত্র এন ফাউলেরিই পিএএম সৃষ্টি করে, যা একটি বিরল কিন্তু আক্রমণাত্মক সংক্রমণ যা বেশিরভাগই সাধারণত ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যে মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে।

দেখা যাচ্ছে এন. ফাউলেরির জীবনচক্র তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত—ট্রফোজয়েট, ফ্ল্যাজেলেট এবং সিস্ট। এর মধ্যে ট্রফোজয়েট পর্যায় হলো মানুষের সংক্রমণের জন্য দায়ী প্রজননশীল ও

অম্বেষা গঙ্গোপাধ্যায়

আক্রমণাত্মক রূপ। এটি একটি তাপপ্রেমী অণুজীব হওয়ার কারণে, গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে এবং সে সময় মানুষের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। ট্রফোজয়েটগুলো লম্বাটে ও সরু আকারের ও দৈর্ঘ্যের হয়। চলাচল ও ব্যাকটেরিয়া গ্রহণের জন্য সিউডোপোডিয়া (চলাচলের অঙ্গ) দ্বারা সজ্জিত থাকে।এন. ফাউলেরির ক্রিয়াকলাপ বলতে বোঝায় এটি একটি শক্তিশালী সহজাত রোগপ্রতিরোধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এবং এর তীব্রতা একাধিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রোটিন Nfa1, নাইট্রিক অক্সাইডের উৎপাদন এবং ছিদ্র-সৃষ্টিকারী উৎসেচক। Nfa1 প্রোটিন লক্ষ্য কোষের সাথে অ্যামিবার সংযুক্তিকে সহজতর করে, অন্যদিকে বিশেষায়িত খাদ্যগ্রহণ কাঠামো অ্যামিবাকে পরিবেশ থেকে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক গ্রহণ করতে এবং সরাসরি মস্তিষ্কের কোষকে ফ্যাগোসাইটোসিস করতে সক্ষম করে। এছাড়া জীবাটি সাইটোলাইটিক অণু নিঃসরণ করে টিস্যু ধ্বংসে আরও ভূমিকা রাখে। এর মধ্যে রয়েছে সিস্টেইন প্রোটিনেজ, ফসফোলিপেজ এবং ফসফোলিপোলাইটিক উৎসেচক, যা ব্যাপক নেক্রোসিস (কোশের মৃত্যু) ঘটাতে সহায়তা করে।প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্য কেরালার সব থেকে বড় উৎসব ওনাম। ঠিক এর আগে থেকেই এখানে ছড়িয়ে পড়েছে মস্তিষ্ক - খেকো অ্যামিবা।

প্রসঙ্গত, এই রোগের উপসর্গ হল— কয়েকদিন আগে থেকে তার শুধু মাথা ঘোরা আর উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা। ডাক্তাররা কিছু ওষুধ দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। শরীরের অস্বস্তি থেকে শুরু হয় জ্বর, তারপর ভয়ানক কাঁপুনি হতে থাকে। দেখা যায় অ্যামিবিব মেনিনগোয়েনসেফালাইটিস। এখন বহু মানুষের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে এই অসুখ। এই অসুখের সবথেকে ভয়ানক দিক হল এর কোনও চিকিৎসা নেই। অ্যামিবিব মেনিনগোয়েনসেফালাইটিস এক ধরনের প্রোটোজোয়া সৃষ্ট অসুখ। যার উৎস মূলত জল। দেখা গিয়েছে পুকুরের জল, পুলের জল নাকে ঢুকেই পৌঁছেছে সোজা মস্তিষ্কে। আর তারপরই শুরু হচ্ছে তার ভয়ংকর প্রভাব।নাক দিয়ে ওই জলের সঙ্গে শরীরে ঢোকার পর প্রোটোজোয়ান নেগেলেরিয়া ফাউলেরি সংক্রমণ ছড়ায়। প্রথমে জ্বর, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, আলো সহ্য করতে না পারা, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া এর উপসর্গ। নাক দিয়ে ঢুকে পাকস্থলীতে যাওয়ার কথা থাকলেও সে নাকের মধ্যে দিয়ে অল ফ্যাক্টরি নার্ভ বা গন্ধ শোঁকার নার্ভ মারফত সোজা পৌঁছে যায় মাথার মধ্যে। দিন কয়েকের মধ্যেই কুরে কুরে খেতে শুরু করে মস্তিষ্কের অন্দর। ধ্বংস করে দেয় স্নায়ুতন্ত্রকে। চলতি বছরেই কেরলে ‘ব্রেন ইটিং অ্যামিবার’ আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে একাধিক শিশু সহ ১৯ জনের! যাতক রোগটি হলো ন্যাগলেরিয়া ফাওলেরি। সাধারণভাবে যাকে মগজখেকো অ্যামিবা বলা হয়। মিষ্টি জলে

থাকা এই অ্যামিবা নাক দিয়ে মানবদেহে প্রবেশ করে। এর সংক্রমণ এমনই এক অতি বিরল রোগ, যার চিকিৎসা হয়ত অনেক ডাক্তারকে তার পুরো পেশাগত জীবনে একবারের জন্যও করার প্রয়োজনই হয় না।

এদিকে চলতি বছরেই কেরলে ‘ব্রেন ইটিং অ্যামিবার’ আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে একাধিক শিশু সহ ১৯ জনের! বেড়াতে গিয়ে পুলে স্নান করেন অনেকেই। বিভিন্ন রিসোর্টে পুলে স্নানের বন্দোবস্ত আছে। সেই জলে ক্লোরিন ব্যবহার করে সংক্রমণ মুক্ত করা হয় কিনা খোঁজ নিন। সমুদ্র স্নানে এই রোগ ছড়ায় না। বরনার জল এক্ষেত্রে নিরাপদ। যাঁরা নাক দিয়ে জল টেনে নাক পরিষ্কার করেন, তাঁরা সতর্ক থাকুন। আপনার বাড়ির জলের উৎস নিয়ে সতর্ক থাকুন আমেরিকান সেন্টার অফ ডিজিজ কন্ট্রোল বলাছে সাঁতার কাটার সময় বা জলে ডুব দেওয়ার সময় এক ধরনের নোজক্লিপ ব্যবহার।

সামনে উৎসবে মরশুম অনেকে বেড়াতে যাবেন। তাই কোন জলাশয় স্নানের আগে বারবার সতর্ক হোন। কারণ এ ধরনের রোগ জল থেকে ছড়ায়। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, এই অসুখের চিকিৎসা খুব জটিল নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রমাণিত নয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে কয়েকটি ওষুধের উল্লেখ রয়েছে। যা নাকি এই ধরনের সংক্রমণে কাজ করে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই তবে এটি ভয়াবহ ফাউলেরি সংক্রমণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র এবং ভারতে সবচেয়ে বেশি এই রোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দেশগুলিতে সারা বছর ধরে উষ্ণ জলবায়ু এবং দূষিত জলের উৎসের অ্যাক্সেসের কারণে এই সংক্রমণের ঝুঁকি। বেশি মস্তিষ্ক-খেকো অ্যামিবার সংক্রমণ প্রথম দেখা যায় ১৯৫০-এর দশকে। নেগেলেরিয়া ফাউলেরি নামক এই অ্যামিবিটি উষ্ণ ও মিষ্টি জলের উৎসে পাওয়া যায় এবং মানুষের শরীরে প্রবেশ করে মস্তিষ্কের মারাত্মক সংক্রমণ ঘটাতে পারে, যা প্রাইমারি অ্যামিবিব মেনিনগোএনসেফালাইটিস নামে পরিচিত। সংক্রমণের কারণ নেগেলেরিয়া ফাউলেরি অ্যামিবা মূলত উষ্ণ ও স্থির মিঠা জলের (যেমন হ্রদ, নদী, উষ্ণ প্রস্রবণ) মধ্যে থাকে। যখন এই অ্যামিবা নাকের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, তখন এটি মস্তিষ্কের টিস্যু ধ্বংস করে। এই সংক্রমণের ফলে যে রোগ হয়, তার নাম হলো প্রাইমারি অ্যামিবিব মেনিনগোএনসেফালাইটিস।

এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে মেনিনজাইটিসের মতো উপসর্গ। যেমন জ্বর, মাথাব্যথা, বমি, এবং ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া। একটি মারাত্মক রোগ যার মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে রোগীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।সংক্রমণ মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দেন কিওর। সতর্ক থাকুন। সুস্থ থাকুন।

লেখিকাঃ স্নাতকোত্তর,

মাইক্রোবায়োলজির ছাত্রী

হুগলি ও হাওড়ার পি এইচ ই- র ঠিকাদাররা বকেয়া আদায়ের দাবিতে সোচ্চার

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : হুগলি ও হাওড়ার পি এইচ ই - র ঠিকাদাররা বকেয়া আদায়ের দাবিতে সোচ্চার হল। এমনকি অবস্থান বিক্ষোভেও शामिल হন। প্রসঙ্গত, জল জীবন মিশন প্রকল্পের টাকা পাঠানো বন্ধ রেখেছে কেন্দ্র। নির্দিষ্ট সময়ে রাজ্য বকেয়া মেটালেও হুঁশ নেই কেন্দ্রীয় সংস্থার। ফলে বকেয়া না পেয়ে কার্যত মাঝ সমুদ্রে পড়েছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ঠিকাদাররা। সামনেই বাঙালির বড়ো উৎসব মরশুমে কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ঋণগ্রস্থ ঠিকাদাররা। ফলে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কাজও

এখন বিপর্যায় জলে। হাওড়া জেলায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অধীনে প্রায় ১০০ জন ঠিকাদার রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তাদের তরফে ৪৩৫টি বিল জমা দেওয়া হয়েছে। বিল বাবদ জেলায় বকেয়া রয়েছে ১৬০ কোটি টাকা। কবে তা পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই। সেই কারণে এদিন হাওড়ার মল্লিকফটকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে বসেন ঠিকাদাররা। বিক্ষোভকারী ঠিকাদারদের দাবি বকেয়া না মেটালে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। কারণ নতুন করে কাজের জন্য মহাজন কিংবা ব্যাঙ্ক ঋণ

দিচ্ছে না। শ্রমিকরা কাজ করতে চাইছে না। পুজোর আগে পরিবারগুলি বিপন্ন, হয়ে পড়েছে।" হুগলি জেলাতেও বিক্ষোভে शामिल হন ঠিকাদাররা। জানা গিয়েছে, হুগলি জেলায় অনুমোদিত জল প্রকল্প ৬৬৩টি। এর মধ্যে ২৪৭টি প্রকল্পের কাজ শেষ। বাকি প্রকল্পগুলি হয় শেষের মুখে অথবা অর্ধসমাপ্ত হয়ে রয়েছে। প্রস্তাবিত প্রায় ৮ লক্ষ ১৭ হাজার পানীয় জল সংযোগের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে অর্ধেকের কিছু বেশি। বকেয়া না মেটালে আর বাকি কাজ করা সম্ভব নয় বলে সাফ জানিয়েছেন ঠিকাদাররা।

প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে যথোচিত মর্যাদায় শ্রদ্ধার্ঘ্য

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: “আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই”- এর স্রষ্টা প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের যথোচিত মর্যাদায় পালিত হল জন্মদিন। কলকাতার জীবনানন্দ সভাঘর ও কলকাতার প্রেসক্লাব ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সৃজনশীল শিল্পী ও গীতিকারকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। প্রয়াত হওয়ার পর এই প্রথম ৮৩ তম জন্মদিনকে ঘিরে দেশ বাঁচাও গণক্ষেপের উদ্যোগে জীবনানন্দ সভাগৃহে আয়োজন করা হল স্মরণসভা। জীবনানন্দ সভাগৃহের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন, প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু, আলোকচিত্রী অশোক মজুমদার, সঙ্গীতশিল্পী সৈকত মিত্র, চিকিৎসক সিদ্ধার্থ গুপ্ত, দেবপ্রিয় মল্লিক, সাংবাদিক রত্নিদেব সেনগুপ্ত, সমাজকর্মী সুশান রায়, মানবাধিকার কর্মী বাসুদেব ঘটক, অভিনেতা রাহুল চক্রবর্তী, চিকিৎসক ডাক্তার চক্রবর্তী, অধ্যাপক শামিম আহমেদ, সঙ্গীত শিল্পী অমিত কালি, সমাজকর্মী কল্যাণ সেনগুপ্ত, সাংবাদিক সুমন ভট্টাচার্য-সহ বহু বিশিষ্টজন। এছাড়া এদিন প্রয়াত শিল্পীর স্ত্রী শর্বানী মুখোপাধ্যায়ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের মধ্যেই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে তাঁর নামাঙ্কিত সংগীত একাদেমি ও সংরক্ষণশালা গড়ার প্রস্তাব দেন আলোকচিত্রী অশোক মজুমদার। সাদরে সেই প্রস্তাবের সমর্থন জানান সাংসদ দোলা সেন। সেখানে শিল্পীর শুধু গান নয়, তাঁর সারাজীবনের সব কাজ সংরক্ষিত থাকবে। প্রসঙ্গত, প্রতুল মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাঙালি অমিতার আইকন ও বাঙালির সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ। জনতার সংগ্রামে ভাষা ও সুর দিয়েছেন যিনি, সেই



প্রতুল মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন এই চলতি বছরেই। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম জন্মদিন শনিবার পালিত হল। উল্লেখ্য, দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ, যার সঙ্গে আমৃত্যু প্রতুলদা জড়িয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বাঙালি গায়ক, সৃজনশীল শিল্পী এবং গীতিকার। “আমি বাংলায় গান গাই” এবং “ডিঙা ভাসাও সাগরে” নামের দুটি বিখ্যাত বাংলা গানের গায়ক। তিনি গৌঁসাইবাগানের ভূত চলচ্চিত্রে নেপথ্য কণ্ঠ দেন। তিনি মনে করতেন সৃষ্টির মুহূর্তে লেখক-শিল্পীকে একা হতে হয়। তারপর সেই সৃষ্টিকে যদি মানুষের সাথে মিলিয়ে দেওয়া যায়, কেবলমাত্র তাহলেই সেই একাকিত্বের সার্থকতা। সৃষ্টিশীল শিল্পীর জন্মদিন উপলক্ষে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রীজাত বলেন, প্রতুলদার জন্মদিন মানে বাংলা গানের জন্মদিনও কিছুটা বটে। তাঁর উপস্থিতি প্রতিদিন কিছুটা টের পাই। তাছাড়া বাংলা গানের আবহধারায় অবিস্মরণীয় অবদান রয়ে যাবে। কবীর সুমন প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনকে স্মরণ করে বলেন, সকলের বন্ধু ও সকলের প্রিয় মানুষ ছিলেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। এই যুগের মূলতঃ দু- তিনটে যুগ মিলিয়ে নিরীক্ষা মনস্ক সুরকার ছিলেন।

► ১ম পাতার পর

নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। গত নির্বাচনের বুথ ভিত্তিক রেজাল্টের যে মাপকাঠি রাজ্যের অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার ক্ষেত্রে তা করা হয়নি যুক্তিসঙ্গত কারণেই। কারণ এখানকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এই তালিকা প্রকাশকে যদি ভূমিকম্প ধরা হয় তাহলে খানাকুলে তার আফটার শক এখনো ভয়ংকর ভাবে বর্তমান। তালিকায় নিজেদের নাম না দেখে যারা হতাশ, নিষ্ক্রিয় থাকার বা দল ছেড়ে দেওয়ার কথা যারা ভাবছে খুব শীঘ্রই তাদের সবাইকে এক ছত্রছায়ায় এনে সক্রিয় করে ফেলা যাবে তেমনই বিশ্বাস তৃণমূলের নেতৃত্বের আছে। শুধু সেনাপতি রামেন্দু সিংহ রায়কে গোষ্ঠী রাজনীতি ছেড়ে সমস্ত নেতাকর্মীর প্রতি সমদর্শিতা দেখাতে হবে এটাই তাঁর জন্য সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায় ও সাংসদ মিতালি বাগ এই দুই নেতার অনুগামীরা দুই শিবিরে বিভক্ত। ব্লক কমিটি গঠনে রামেন্দু সিংহ রায়ের অনুগামীদের গুরুত্ব অনেকটা বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অন্য গোষ্ঠীর লোকদের কাছে টানা এবং তাদের দিয়ে কাজ করানোর গুরু দায়িত্ব কি যথাযথ পালন করতে পারবেন তিনি? এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, এবারে

হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনে অতিরিক্ত নয় ট্রেন, খুশি নিত্যযাত্রীরা

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনে অতিরিক্ত নয় ট্রেন চালু হওয়ায় খুশি নিত্যযাত্রীরা। দিনের দিন যেভাবে এই লাইনে যাত্রী সংখ্যা বাড়ছে, তাতে অতিরিক্ত নয় ট্রেন চালুর দাবি জানিয়ে আসছিল নিত্যযাত্রীরা। পূর্ব রেলের ব্যস্ততম এই লাইনে নতুন একটি ট্রেন চালু হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগে যাত্রীদের এই উপহার দিল রেল। এই লাইনের নিত্যযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। হাওড়া-তারকেশ্বর (৩৭৩৫৫) লোকাল প্রতিদিন সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়বে। ফিরতি রুটে তারকেশ্বর থেকে সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে ট্রেনটি যাত্রী বোঝাই করে হাওড়ার উদ্দেশে রওনা দেবে। গত মঙ্গলবার থেকে ট্রেনটি যাত্রা শুরু করেছে। প্রথম দু’দিনে যাত্রীদের মধ্যে নয় ট্রেন পরিষেবা নিয়ে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। যাত্রীদের বক্তব্য, অফিস যাত্রী, পড়ুয়া সহ বিভিন্ন অংশের মানুষ উপকৃত হবেন।

► ১ম পাতার পর

আবেদন খারিজ

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের কনটেন্ট পেভিং মামলার কথা তুলে ধরেন। এরপরই সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতি মামলা খারিজ (ডিসমিস) করে দেন। অর্থাৎ ভাবাদিঘির গুটিকয়েক অনিচ্ছুক মানুষজনদের আর কোন রাস্তা রইল না। এখন এলাকার মানুষজন বলছেন একটাই রাস্তা, তা হল রেলপথ। যা ভাবাদিঘির উপর দিকে জলের ক্ষতি না করে পিলার দিয়ে ব্রিজ তৈরি করে ছুটবে ট্রেন। এখন তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর সরাসরি রেল চলাচল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। ভাবাদিঘির ৪০২ দাগের আগে পর্যন্ত মাটি ফেলা, মোরাম ফেলা, পাথর ফেলা, রেললাইনের পাত বিছানো সমস্ত কাজ দ্রুততার মধ্যে শেষ করতে চাইছে কন্ট্রাক্টর। ইতিমধ্যেই কামারপুকুর স্টেশন, জয়রামবাটি স্টেশন গয়না পড়ে সাজতে শুরু করেছে। কামারপুকুর রেল স্টেশনের যাবতীয় কাজ দ্রুততার মধ্যে শেষ করা হচ্ছে। কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত রেললাইনের বিভিন্ন স্থানে মাটি ফেলার কাজ, সেতু তৈরির কাজ চলছে জোর কদমে। রেল ভাবাদিঘির জন্য যে সেতু তৈরির টেন্ডার ঝুলিয়েছে তাতে ৫১ কোটি টাকার নোটিশ করা হয়েছে। ১৬ অক্টোবরের মধ্যে টেন্ডার জমা করার শেষ দিন। নোটিশে ব্রিজ তৈরির সর্বোচ্চ সময়সীমা দেওয়া আছে ৯ মাস। এক ইঞ্জিনিয়ার এর সাথে কথা বলে জানা গেল কাজ দ্রুত গতিতে চললে এই ধরনের ব্রিজ চার মাসের মধ্যে তৈরি করা সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে অক্টোবর মাসকে ছেড়ে দিলেও নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে মার্চ এপ্রিল মাসের মধ্যে কামারপুকুর পর্যন্ত রেলপথ তৈরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্টোদিকে বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটি পর্যন্ত রেল পথ সম্পন্ন হয়েছে। জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুর দ্রুত গতিতে কাজ চলছে, যে কাজ ফেব্রুয়ারি-মার্চের মধ্যেই শেষ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ছক এখন - ১৬

সলিল কুমার মাহাত
খামানী, সুখাডালি, বাকুড়া

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

উপরনীচ:
২) পশু,পক্ষী / বক্র না
কি
৩) দড়ির ঝুলানো
আলনা / চার আনি তাই
না
৪) আসলের বাড়তি
পান/ কবিতায় মিলে এর
সন্ধান
৬) উত্তরাধিকারীহীন /
শব্দটি চিনে নিন
৭) বনফুলের বিখ্যাত
রচনা / নামটি আছে

পাশাপাশি:
১) নাটক বা যাত্রাপালা / ইতিহাসের
কথা বলা
৫) জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে অসময় /
সমরেশ মজুদারের এক উপন্যাস হয়
৭) দামী ধাতু চকচক করে/ সেকরা
তাই দিয়ে অলঙ্কার গড়ে
৮) হাতে ঢালা পানি / নদীটির নাম
জানি
৯) সংলাপ,কথোপকথন / আলোচনা
হোক এখন
১১) সংজ্ঞাহীন,অচেতন / অসতর্ক,
অসাবধান
১২) শ্রদ্ধাদি উপলক্ষে এদের আগমন
/ অর্থ ভিক্ষা করে গমন
১৪) বৌদ্ধ আশ্রম সবাই বলে / তৃতীয়
ঘরে কাঞ্চী মেলে

সবার জানা
১০) জ্ঞানের আভাস / দীপ্তির প্রকাশ
১১) খানসামা,বাহক / পরিচালক
সমার্থক
১৩) রেগে খুন/চালা ভাবুন

সমাধান : ছক এখন-১৫

হ

স্ত

কৌ

শ

ল

লা

ন

ফ

য়

সা

লা

তু

ল

ন

কা

টে

ল

হা

রি

হ

র

কা

র

কু

ন

বা

লা

মা

স

নে

ট

ম

ঞ্জ

রি

ত

ধ

কা

র

ণ

বা

রি

সকলকে জানাই
শুভ শারদীয়ার
প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মধুসূদন বাগ

বিধায়ক
আরামবাগ বিধানসভা

সকলকে জানাই
শুভ
শারদীয়ার
প্রীতি ও শুভেচ্ছা

পলাশ রায়

সভাপতি
আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস
ও হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য

সকলকে জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সেখ হায়দার আলী

খানাকুল ১ তৃণমূল ব্লক কোর কমিটির সদস্য
হুগলি জেলা পরিষদের কো-মেন্টর
আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি

সকলকে জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মধুমিতা ভট্টাচার্য

আরামবাগ আইসিডিএস প্রজেক্ট নেত্রী
আরামবাগ বাস মিনিবাস অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সম্পাদিকা
খানাকুল ব্রাহ্মণ সমন্বয় ট্রাস্টের রাজ্য কমিটির মেম্বর এবং আরামবাগ সাব ডিভিশন সেক্রেটারি

আধুনিক ডিজাইনের পছন্দমতো ছাপার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সারথি প্রিন্টার্স

MOBILE : 9609625987

তিলকচক মোড় • হেলান • হুগলি

বাড়ছে জমি-বাড়ির রেজিস্ট্রেশন খরচ

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা: এবার থেকে রাজ্য জুড়ে বাড়ছে জমি - বাড়ির রেজিস্ট্রেশন খরচ। এ জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পাশও হয়ে গেছে। সুত্রের খবর ২০১৯ সালের পর জমি-বাড়ির সার্কল রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত পাশ হয়ে গিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে। সার্কল রেট কী? নির্দিষ্ট একটি এলাকায় অবস্থিত জমি-বাড়ির ন্যূনতম মূল্য। এর ভিত্তিতেই ধার্য হয় সম্পত্তি কেনাবেচার রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি সংক্রান্ত মোট খরচ। সাধারণত প্রতি বছরই সার্কল রেট পুনর্বিবেচনা হয়ে থাকে। তবে কোভিডের জেরে ২০২০ সালে প্রথমবারের জন্য সার্কল রেট পুনর্বিবেচনা সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে, ধুকতে থাকা নির্মাণশিল্পকে চাঙ্গা করতে রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প ডিউটিতে ২ শতাংশ ছাড়ও দিতে হয় রাজ্যকে। গত বছর এই ছাড় প্রত্যাহার করে নবাম। তারই পরের ধাপ হিসেবে এবার সার্কল রেট রিভিশনের পথে হাঁটল রাজ্য সরকার।

নির্মাণশিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, গত ছবছরে গোটা রাজ্যেই পরিকাঠামো উন্নয়নের জেরে ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছে জমি-বাড়ির বাজার দর। ফলে রাজ্যের নির্ধারিত মূল্যের সঙ্গে তার বড়সড় ফারাক তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই সার্কল রেট বাড়ানো হল ১২ থেকে ৫০ শতাংশ করে। এলাকার উন্নয়নের উপর ভিত্তি করেই এই বিধির হিসেব- এমনটাই ব্যাখ্যা প্রশাসনিক মহলের। মূলত শহর এবং শহরতলিতে এই বৃদ্ধির হার দেখা যাচ্ছে ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ।

এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধিতে গতি আনবে বলেও মনে করছে প্রশাসনিক মহল। বর্তমানে যে দামে একটি সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে, তার এক শতাংশ হারে রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়। পাশাপাশি, স্ট্যাম্প রফাউন্ডি দিতে হয় পাঁচ থেকে সাত শতাংশ। গ্রামীণ এলাকার স্ট্যাম্প ডিউটি ন্যূনতম পাঁচ শতাংশ। শহর এলাকার জন্য সেটাই ৬ শতাংশ। সম্পত্তির মূল্য এক কোটি টাকার বেশি হলে

অতিরিক্ত ১ শতাংশ স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয়। অর্থাৎ, অঙ্কটা গিয়ে দাঁড়ায় ৭ শতাংশে। এবার সার্কল রেট বৃদ্ধির সঙ্গে বাজার মূল্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না নির্মাণশিল্প বিশেষজ্ঞরা। সে ক্ষেত্রে বেশ কিছু অভিজাত এলাকায় ৮৫০ বর্গফুট ফ্ল্যাটের দামই এক কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। তখন এর রেজিস্ট্রেশনের জন্য গুনতে হবে অতিরিক্ত এক শতাংশ স্ট্যাম্প ডিউটি। তাহলে কি এর জেরে কমতে পারে জমি-বাড়ি বিক্রি? প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড় প্রত্যাহারের সময়ও এমন আশঙ্কা করা হয়েছিল। কিন্তু রেজিস্ট্রেশন এবং স্ট্যাম্প ডিউটি বাবদ রাজস্ব আদায় প্রমাণ করেছে, এই আশঙ্কা অমূলক। সার্কল রেট বৃদ্ধির ফলেও এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ, ২০১৯ থেকে প্রতি বছর সার্কল রেট বাড়লে বর্তমানে সরকারের নির্ধারিত মূল্য এর থেকেও অনেক বেশি হতো। ফলে বাজারে ধাক্কা লাগার মতো আশঙ্কার কারণ নেই।

ভূগলির প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদকে ‘অবৈধ’ ঘোষণা

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : এবার ছগলির প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদকেও (ডি পি এস সি) 'অবৈধ' ঘোষণা করল হাইকোর্ট। পূর্ব মেদিনীপুরের মতো এফসিএও এক শিক্ষিকার বদলি সংক্রান্ত মামলায় এমনই রায় দিয়েছেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। রায় প্রসঙ্গে ডিপিএসসির চেয়ারম্যান, শিল্পা নন্দী বলেন, 'বিচার্যধীন বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না।' মামলাকারী শিক্ষিকা চন্দনা ভূঁই ১৯৯৩ সালে ছগলির সোনিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৪ সালে তিনি সামান্তখণ্ড প্রথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা পদে নিয়োগ পান। তখন থেকে ওই স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবেই তিনি কর্মরত। তাঁর অভিযোগ, চলতি বছরের ১১ জুলাই তাঁকে একটি মেমো পাঠিয়ে শুনানিতে যোগদানের নির্দেশ দেন ডিপিএসসির চেয়ারম্যান। অভিযোগ, তিনি স্কুলেই এক পড়য়াকে মারধর

করেছেন। অভিযোগ অস্বীকার করেন চন্দ্রনাদেবী। শুনানিতে তিনি দাবি করেন, তাঁর সম্মানহানির জন্যই এমন অভিযোগ আনা হয়েছে। উল্টে পড়ুয়ার বাড়ির লোকজন তাঁকেই হেনস্তা করেছে। যে কারণে তিনি স্থানীয় থানাতে অভিযোগও দায়ের করেছেন। যাবতীয় বৃত্তান্ত শোনার পরও তাঁকে অন্য একটি স্কুলে বদলির নির্দেশ দেন চেয়ারম্যান। শুধু তাই নয়, প্রধান শিক্ষিকা পদ কেড়ে নিয়ে তাঁকে সাধারণ শিক্ষিকা হিসেবে বদলিরও নির্দেশ ধরানো হয়। এরপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শিল্পা নন্দী। বিচারপতি রাজর্ষি ভদ্রদ্বাজের বেঞ্চে মামলাকারী আইনজীবী উম্মেশ্বরঙ্কর চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, তাঁর মডেলিংয়ের বয়স ৫৯। শীঘ্রই তিনি অসমর নোবেন। কোনও শিক্ষিককে বদলির ক্ষমতা রয়েছে ডিপিএসসি'র। কিন্তু এক্ষেত্রে আগের ডিপিএসসি'র সদস্যদের মোয়াদ শেষের পর তা পুনর্গঠন সংক্রান্ত কোনও গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। ফলে

কাৰ্য্যকৰী কোনও ডিপিএসসি নহে। স্বাভাবতই এহেন সংস্থার চেয়ারম্যানের জাৰি করা নির্দেশও অবৈধ। ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় একটি করে ডিপিএসসি থাকার কথা। সাধারণত ২০-৩০ জন সদস্য নিয়ে একটি জেলার ডিপিএসসি গঠিত হয়। সেখানে চেয়ারম্যান নিয়োগ করে রাজ্য সরকার। সদস্য হিসেবে থাকেন জেলা স্কুল পরিদর্শক, জেলা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অফিসার, জেলা সমাজ শিক্ষা অফিসার, একজন করে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, তিনজন প্রাথমিক শিক্ষক, পুরসভাগুলি থেকে তিনজন কাউন্সিলার এবং সর্বাধিক ছয়জন বিধায়ক। সবার বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি ভরদ্বাজ রায়ে উল্লেখ করেন, ডিপিএসসি পুনর্গঠন সংক্রান্ত কোনও গেজেট বিজ্ঞপ্তি ছাড়া সেটির আইনি অস্তিত্ব নেই। এরপরই ওই বদলির নির্দেশ খারিজ করে দেন বিচারপতি।

খানাকুল ও মগরা থানার উদ্যোগে পূজা কমিটিকে অনুদান



বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : মগরা
থানার উদ্যোগে ১৫৮টি পূজা কমিটিকে
এক লাখ দশ হাজার টাকা সরকারি অনুদান
তুলে দেয়া হলো। সোমবার এক অনুষ্ঠানে
উপস্থিত ছিলেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন

দাশগুপ্ত , প্রাক্তন বিধায়ক ও জেলা
পরিষদের সদস্য মানস মজুমদার, সি আই
(বাঁশবেড়িয়া) সৌমেন বিশ্বাস, আইসি
(মগরা থানা) দীপঙ্কর সরকার,
বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান

এবার থেকে চিনতে ভোট ইভিএমে
দেখা যাবে প্রার্থীদের রঙিন ছবি

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : এবার থেকে ভোট দিতে গেলে ইভিএমে ভেসে উঠবে রঙিন ছবি। এমনটাই জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন দপ্তর।

খবরে প্রকাশ, এবার বদল আসছে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের (ইভিএম) ব্যালট পেপারের নকশায়। বিহারের আসন বিধানসভা ভোট থেকেই এই বদল হতে চলেছে। সেক্ষণে গাইডলাইনে প্রয়োজনীয় আপডেটের কাজও সেরে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন। ১৯৬১ সালের কনডাক্ট অব ইলেকশনস রুলসের ৪৯বি বিধির আওতায় এবার থেকে ইভিএমে প্রার্থীদের রঙিন ছবি ব্যবহার করা হবে। এতদিন হয় প্রার্থীদের কোনও ছবি থাকত না, থাকলেও তা হতো সাদাকালো। ভোটদানের সময় প্রার্থীদের চিনতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়,



সেজন্ম রঙিন ছবি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ছবির জন্য চিহ্নিত জায়গাটিতে চারভাগের তিনভাগ নিয়ে প্রার্থীর রঙিন ছবি থাকবে। শুধু তাই নয় নোটা সহ সব প্রার্থীর নাম সমান আকারের হরফে লেখা থাকবে। সেই হরফের আকার এমন হবে যেন পড়তে বিন্দুমাত্র কান্ডও সমস্যা না হয়। কমিশন তাদের গোল্ডলাইন বলেছে, ফন্ট সাইজ হবে ৩০ এবং বোল্ড। পরে অন্য নির্বাচনেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে।

এবার পুজোয়
ভাসতে পারে বাংলা

বাংলা এখন, নিজস্ব সংবাদদাতা : এবারের
পুজোর ভাসতে পারে বাংলা । ইতিমধ্যে
মঙ্গল ও বুধবারের বৃষ্টিতে দক্ষিণ বঙ্গের
অধিকাংশ নিচু এলাকা জলমগ্ন। পুজো
প্যান্ডেল ও ঠাকুর ক্ষতিগ্রস্ত। এছাড়াও
কলকাতা সহ রাজ্যের বেশ কিছু শহর
জলমগ্ন। যানবাহন চলাচলে বিপর্যস্ত।
তাছাড়া হাওড়া ও শিয়ালদহ শাখায় বহু
ট্রেন বাতিল হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন
জেলায় সবজির ক্ষতির আশঙ্কা দেখা
দিয়েছে। অশনিসংকেত আবহাওয়া
দফতরের। পুজো চলাকালীন নিম্নচাপের
প্রভাবে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা।

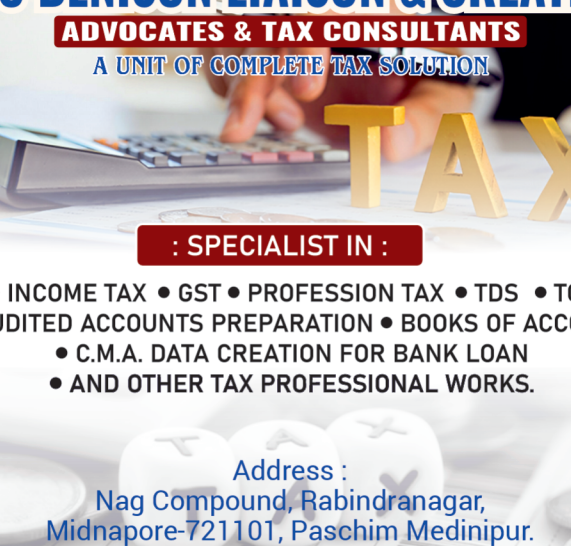
সূত্রের খবর, পুজোর সপ্তাহে একাধিক নিম্নচাপের ঝকুটি। তার প্রভাবে বাংলায় বৃষ্টিপাত কতখানি হবে, তা এখনই খোলসা করেনি কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর। তবে পুজোর সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না আবহাওয়াবিদরা।

AITC PRESS RELEASE – 20th September, 2025

Trinamool Congress Hooghly (Arambagh) Block/Town Presidents

All India Trinamool Congress under the inspiration and guidance of Hon'ble Chairperson Smt. Mamata Banerjee is pleased to announce the list of new Trinamool Congress Block/Town Presidents for Mother, Youth, Mahila & INTTUC Frontals in Hooghly (Arambagh) District.

BLOCK/TOWN PRESIDENTS					
Sl. No.	Block/Town	Frontal	Designation	Name	
1	Haripal	Mother	President	Dabashish Pathak	
			Vice President	Aloke Santra	
		Youth	President	Pradip Dolui	
		Mahila	President	Namita Mitra	
		INTTUC	President	Rajesh Das	
2	Tarakeswar	Mother	President	Pradip Singha Ray	
			Vice President	Ashok Ash	
			Vice President	Debiprasad Rakshit	
		Youth	President	Hemanta Panday	
		Mahila	President	Shrabani Pal	
		INTTUC	President	Pankaj Karak	
Vice President	Saidul Molla				
3	Tarakeswar Town	Mother	President	Uttam Kumar Bhandari	
			Vice President	Rupa Sarkar	
			General Secretary	Chandan Kumar Pal	
		Youth	President	Chandan Sarkar	
		Mahila	President	Rita Mondal	
	INTTUC	President	Srikanta Goswami		
4	Pursurah	Mother	President	Tapan Samui	
		Youth	President	Sourendranath Maiti	
			President	Jhlik Pan(Maiti)	
		Mahila	Vice President	Rupa Dhal	
			INTTUC	President	Apurba Raut
5	Arambagh	Mother	President	Sambhu Nath Bera	
			Vice President	Shah MD Rofique	
			Vice President	Dilip Ray	
		Youth	President	Amit Santra	
			Vice President	Chinmoy Roy	
		Mahila	President	Mita Bag	
			Vice President	Bilkis Begam	
INTTUC	President	Partha Hazari			
6	Arambagh Town	Mother	President	Rupak Mukherjee	
			Vice President	Arghya Kushari	
		Youth	President	Soham Basu	
		Mahila	President	Mita De	
	INTTUC	President	Sk. Safikul Alam		
7	Goghat-I	Mother	President	Kajal Kumar Roy	
			Vice President	Malay Nandi	
		Youth	President	Koushik Mondal	
		Mahila	President	Shyamali Ghosh	
	INTTUC	President	Uttam Kumar Mudi		
8	Goghat-II	Mother	President	Soumen Digar	
			Vice President	Asit Roy	
			Vice President	Prabir Turuk	
		Youth	President	Milan Digar	
			Vice President	Debashis Dutta	
		Mahila	President	Minati Santra	
INTTUC	President	Prasenjit Ghoshal			
9	Khanakul-I	Mother	Committee	Block Committee Convenor: Ramendu Singha Roy (District President) Block Committee members: 1. Dipen Maity 2. Ilyas Chowdhury 3. Abhijit Bag 4. Gopinath Hambir 5. Haider Ali 6. Dipankar Bar	
		Youth		President	Rajib Ghosh
		Youth		Vice President	Bimalendu Samanta
		Mahila		President	Mamata Guchait
				Vice President	Sudakhina Malik
	INTTUC	President	Sourov Bhattacharyya		
10	Khanakul-II	Mother	President	Asit Baran Singharay	
		Youth	President	Utpal Das	
		Mahila	President	Archana Jana	
			Vice President	Mamata Mondal	
	INTTUC	President	Haridas Charchari		



BSC BENISON LIAISON & CREATION
ADVOCATES & TAX CONSULTANTS
A UNIT OF COMPLETE TAX SOLUTION

TAX

: SPECIALIST IN :

- INCOME TAX • GST • PROFESSION TAX • TDS • TCS
- AUDITED ACCOUNTS PREPARATION • BOOKS OF ACCOUNT
- C.M.A. DATA CREATION FOR BANK LOAN
- AND OTHER TAX PROFESSIONAL WORKS.

Address :
Nag Compound, Rabindranagar,
Midnapore-721101, Paschim Medinipur.
e-mail : bscbenisonliaisonandcreation24@gmail.com
Phone : +91- 9800109732/9933309908/9434000998

সম্পাদক দেবাশিস শেঠ কর্তৃক খামারগোড়ি, হেলান, ভুগলি, পিন- ৭১২৪১২ হইতে প্রকাশিত গ্লোবাল প্রিন্টিং গ্রুপ, ৬২৯/৬২৭ সৌলা রোড, ধানদিঘী, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন- ৭১২৪০১ হইতে মুদ্রিত।

Editor : Debashis Seth, Khamargon, Helan, Hooghly, 712412 Printing Press : Global Printing Group, 629/627 Soula road, Dhandighi, East Medinipur, West Bengal, 712401 **WBBEN/25/A0269**